দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ১৮-০৪-২০২৩ (পৃঃ ১২, ১১)

নতুন ধানে দিন বদলের গান

শরীফুল্লাহ কায়সার সুমন

বাংলাদেশে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি চালের চাহিদা অনেক পুরনো হলেও চাহিদার তুলনায় ধানের জাতের সংখ্যা অনেক কম। তাই দেশের চাহিদা ও বিদেশে রপ্তানির উদ্দেশ্যে ব্রি-ধান-২৯ জাতের কে কার্বন আয়নরশ্মি প্রয়োগ করে প্রিমিয়াম কোয়ালিটির বিনা ধান-২৫ উদ্ভাবন করা হয়। দুর্যোগকবলিত সাতক্ষীরা উপকূলের মাঠে মাঠে সেই ধানের শিষ দোলা দিচ্ছে। হাসি ফুটেছে ঝড়-ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের মুখে। তারা স্বপ্ন দেখছেন ঘুরে দাঁড়ানোর। তুলনামূলক কম খরচে বেড়ে ওঠা ফলন্ত ধান যেন কৃষককে শোনাচ্ছে দুঃখ ঘোচানোর গান।

কৃষিবিদরা জানাচ্ছেন, দেশে প্রচলিত জাতের মধ্যে বিনা ধান-২৫-এর চাল সর্বাধিক লম্বা ও সরু। জাতটির জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন, গাছ লম্বা ও শক্ত হওয়ার ফলে হেলে পড়ে না এবং খড়ের পরিমাণ বেশি হওয়ায় গবাদিপশুর খাদ্যের চাহিদাও অনেকাংশে পূরণ করবে। সব উঁচু ও মধ্যম উঁচু জমিতে বিনা ধান-২৫-এর চাষ করা যায় এবং জাতটি বিঘাপ্রতি ফলন ২৬ মণ ফলন দেয়। তাই গাছের বৃদ্ধি ও ফলন দেখে প্রতিবেশী কৃষকও ধান চাষের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

কৃষি সম্প্রসারণের অধিদপ্তরের সহযোগিতায় সাতক্ষীরা জেলায় সদর, তালা, দেবহাটা, কালীগঞ্জ ও শ্যামনগর উপজেলায় ২০ বিঘা জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে বিনা ধান-২৫-এর চাষাবাদ করা হয়েছে। জাতটিতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম এবং ভালো ফলন হওয়ায় কৃষকরা অনেক খুশি।

সাতক্ষীরা সদরের কৃষক মো. হজরত আলী জানান, এবার তিনি এক বিঘা জমিতে এই নতুন জাতটির চাষ করেছেন। ধানের ফলন অনেক বেশি এবং চিকন হওয়ার ফলে তিনি অনেক খুশি। সামনের বছরে তার সব জমিতে এই ধানের চাষ করবেন বলে জানান। কালীগঞ্জ উপজেলার চাষি আবদুল খালেক বলেন, ক্ষেতে উৎপাদিত ধান থেকেই এ ধানের বীজ পরবর্তী বছরের চাষাবাদের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। এ ধানের চাল চিকন ও ভাত খেতে সুস্বাদু। এসব কারণে আমরা বোরো মৌসুমে এখন থেকে বিনা ধান-২৫ আবাদ করব। বাজারে এ জাতের ধানের চাহিদা বেশি। কৃষকরা এ জাতের ধান চাষাবাদ করলে অনেক লাভবান হবেন।

এদিকে গতকাল কালীগঞ্জের ভাড়াশিমলায় এ জাতের ধান নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের (বিনা) ইনচার্জ ড.

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬ >

নতুন ধানে দিন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বাবুল আকতারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন বিনার মহাপরিচালক মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম, বিনার পরিচালক ড. আবদুল মালেক, বিনা ধান-২৫-এর উদ্ভাবক ড. সাকিনা খানম। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির আলোচনা করেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সাতক্ষীরার উপপরিচালক সাইফুল ইসলাম, সাংবাদিক শরীফুল্লাহ কায়সার সুমন, বিনার বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মশিউর রহমান প্রমুখ।

মহাপরিচালক মির্জা মোফাজ্জল ইসলাম বলেন, দিন দিন দেশে কৃষিজমি কমছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিপুলসংখ্যক মানুষকে খাদ্যের জোগান দিতে অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের কোনো বিকল্প নেই। স্বল্প সময়ে বিনা ধান-২৫ অধিক ফলন দিয়ে সে কাজটিকে সহজ করে দিচ্ছে। এক ফসলি জমিকে দুই ফসলি ও দুই ফসলি জমিকে তিন ফসলি জমিতে পরিণত করছে। এতে কৃষক অধিক ফসল উৎপাদন করে লাভবান হচ্ছেন।

ড. বাবুল আকতার জানান, নতুন জাত হওয়ার ফলে এবার স্বল্পপরিমাণ বীজ কৃষকদের দেওয়া হয়। এ বছরে ফলন ভালো হওয়ায় আগামী মৌসুমে আরও বেশি সংখ্যক কৃষকদের দেওয়া হবে।

বিনা ধান-২৫-এর উদ্ভাবক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সাকিনা খানম বলেন, জাতটি চাষের মাধ্যমে আমাদের দেশে যে বিপুল পরিমাণে সরু চাল আমদানি করতে হয়, সেই আমদানিনির্ভরতা কমাবে। এ ছাড়া বাজার মূল্য বেশি এবং ফলন বেশি হওয়ার ফলে কৃষকরাও আর্থিকভাবে লাভবান হবেন।

দৈনিক ইনকিলাব
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
তারিখঃ ১৮-০৪-২০২৩ (পৃঃ ১২,১১)

বোরো ধান কাটায় ব্যস্ত হাওরাঞ্চলের কৃষক। প্রচণ্ড গরম উপেক্ষা করে ধান কাটা মাড়াইয়ে ব্যস্ত তারা। ছবিটি গতকাল সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার ভরাম হাওর

হাওরাঞ্চলে বোরো ধান কাটা শুরু

ইনকিলাব রিপোর্ট

রোদই ভাটি এলাকার আশীর্বাদ ● কালবৈশাখী ঝড় বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগেই ধান ঘরে তুলতে চায় কৃষক ● ২০ ভাগ জমির ধান কাটা হয়েছে ● শ্রমিক সঙ্কট থাকলেও ধান কাটার জন্য সরকার কম্বাইন্ড : হারভেস্টার মেশিন দিচ্ছে ● হাকালুকির হাওরে ব্লাস্ট সংক্রমণে ফলনে ক্ষতি

মেঘ দেখে কেউ করিসনে ভয়/ আড়ালে তার সূর্য হাসে...। কবির এমন আশার বাণীতেও ভাটি অঞ্চলের মানুষের অর্থাৎ হাওরবাসীর মনের ভয় কাটছে না। এখন আকাশের এক টুকরো মেঘ দেখেই ভয়ে আঁৎকে ওঠে হাওর অঞ্চলের মানুষ। এই বুঝি সর্বনাশা কালবৈশাখী ঝড়, পাহাড়ি ঢল এসে হাওরবাসীর স্বপ্ন-আশা সব কিছুকে তছনছ করে দেবে। দেশে এখন তাপদাহ বইছে। প্রচণ্ড গরমে জনজীবন অতিষ্ঠ। একটু বৃষ্টির জন্য সবাই চাতক পাখির মতো প্রতীক্ষা করছে। কখন একটু স্বস্তির বৃষ্টি আসবে। তবে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ এসব জেলার মানুষের কাছে এ গরমটাই প্রত্যাশিত। এ রোদ এখন তাদের কাছে আশীর্বাদ। হাওর বেষ্টিত এসব জেলার মানুষ এখন বৃষ্টি চায় না। আরও অন্তত পনের দিন রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ তাদের কাম্য। হাওরাঞ্চলের একমাত্র ফসল বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। চাষিরা তাদের স্বপ্নের সোনালি ধান ঘরে তুলছে। এ সময় কৃষকের প্রার্থনা একটাই আর কটা দিন যে ঝড়-বাদল না আসে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেন তাদের সারাবছরের চলার সম্বল

পৃঃ ১১ কঃ ৭

হাওরাঞ্চলে বোরো

১২-এর পৃষ্ঠার পর

কেড়ে না নেয়। বোশেখের এই কাঠফাটা রোদ ভাটি অঞ্চলের কৃষকের কাছে চকচকে সোনা। হাওর এলাকার ধান কাটার সার্বিক অবস্থা নিয়ে আমাদের সিলেট ব্যুরো জানায়, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তাপপ্রবাহ। এছাড়া সারাদেশের শুষ্ক আবহাওয়া আরও কিছু দিন থাকতে পারে। আবহাওয়ার এ রুদ্রমূর্তি 'শাপে বর' হয়েছে সিলেটের বোরো চাষিদের পাকা ধান ঘরে তুলতে। তারপরও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়ে আতঙ্কে থাকে গ্রামের কৃষক। মৌলভীবাজারের খাদ্যভাণ্ডার হিসেবে খ্যাত দেশের বৃহৎ হাকালুকি হাওরের ধান তড়িঘড়ি করে কাটতে শুরু করেছেন কৃষকরা। একদিকে শ্রমিক সংকট অপরদিকে তীব্র দাবদাহের মধ্যে নিদারুণ কষ্টে ধানকাটা অব্যাহত রেখেছেন চাষিরা। অন্যদিকে বোরো চাষে ব্লাস্ট রোগের সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। এ কারণে হাকালুকি হাওরের বোরো ধানে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ হাওরে প্রত্যাশিত ফলন নিয়ে শংকা দেখা দিয়েছে। এ নিয়ে স্থানীয় ভুকশিমইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনির উদ্দিন বলেন, রোগের ফলে বোরো চাষিদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিক হয়েছে। অনেকে সারা বছরের খোরাক তো দূরের কথা, ফসল ফলানোর ব্যয় মিটানোও সম্ভব হবে না। অনেক চাষি মাঠের ধান কাটছে না। মৌলভীবাজারের কুলাউড়া উপজেলা কৃষি অফিসার মো: জসিম উদ্দিন ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা বেল্লাল হোসেন বলেন, ব্লাস্ট রোগে শুধুমাত্র ব্রি-১৮ ও ব্রি-২৯ এর বেশি ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন, হাকালুকি হাওরকেন্দ্রিক কুলাউড়া উপজেলায় বোরো ধান চাষের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫৫০০ হেক্টর, আবাদ হয়েছে ৫৫২০ হেক্টর। প্রথম দিকে ধানের ফলন ভালো হলেও শেষ ভাগে ব্লাস্ট রোগে অনেক কৃষকের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে গেছে। অপরদিকে, সিলেটের হাওরসহ কৃষি জমিতে বোরো ধানের প্রত্যাশিত ফলন হয়েছে। জেলায় ৮৫ হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ হয়েছিল। এরমধ্যে গতকালের তথ্য অনুযায়ী ১৩ ভাগ জমির পাকনা ধান কর্তন সম্পন্ন হয়েছে। মোট আবাদের ২২ ভাগ বোরো আবাদ হয়েছে হাওর অঞ্চলে। এদিকে বোরো ধান কর্তন ও মাড়াই নিয়ে শংকিত কৃষকরা সেই সাথে কৃষি সংশ্লিষ্টরা। চলমান আবহাওয়া ইতিবাচক হলেও আগামী ২০ এপ্রিল থেকে সিলেট অঞ্চলে বৈশাখী ঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে। এমন বৈরী আবহাওয়া মোকাবিলা করে বোরো ধান ঘরে তোলা কৃষকদের জন্য কঠিন হবে বলে শংকিত চাষিরা।

সিলেট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালনক (শস্য) ও তথ্য কর্মকর্তা ফারুক হোসেন বলেন, পুরোদমে বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। সেই সাথে মাড়ায়ে ব্যস্ত কৃষকরা। তিনি বলেন, আবহাওয়া অনুকূল থাকায়, কৃষকদের মধ্যে হাসি ফুটছে। কিন্তু আগামী দিনের আবহাওয়া নিয়ে শংকিত আমরা। সে কারণে তাগিদ করছি দ্রুত পাকা ধান ঘরে তুলতে।

সুনামগঞ্জ থেকে মো. হাসন চৌধুরী জানান, হাওর অধ্যুষিত এ জেলার বোরো ধানই প্রধান সম্পদ। এই ধান নিয়েই সকল আশা-ভরসা এ অঞ্চলের মানুষের। জেলার ১২টি উপজেলার ১৫৪টি হাওরে চলতি বোর মৌসুমে ধান চাষ করা হয়েছে। বিস্তীর্ণ হাওরের যে দিকে চোখ যায় শুধু ধান আর ধান। প্রতিটি হাওরে এখন অন্যরকম পরিবেশ বিরাজ করছে। হাওরজুড়ে দুলছে সোনালি ধানের শীষ। আর এ দুলায় লুকিয়ে আছে লাখ কৃষকের লালিত স্বপ্ন। পোকা-মাকড় ও রোগ বালাইয়ের আক্রমণ ছাড়াই বেড়ে ওঠা ধানের শীষে ভরে গেছে মাঠ আর মাঠ। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা কোনো বিপর্যয় না ঘটলে এ অঞ্চলের কৃষকদের খলা ভরে উঠবে সোনালি ধানের হাসিতে। এর পরেই তাদের স্বপ্নের ফসল উঠবে ঘরে। শীত বিদায়ের সাথে সাথে তীব্র রোদ্রতাপে অতিষ্ঠ যখন জেলার মানুষ তখন বোরো ধানের ফলন নিয়ে জেলার কৃষকরা চিন্তিত যে কোনো সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব তছনছ হয়ে যেতে পারে, ঠিক মতো ফসল তুলতে পারবেন কি-না তা নিয়ে চিন্তার শেষ ছিল না। অবশেষ চিন্তা কাটিয়ে তাপদাহ থেকে মুক্তি দিয়েছে জেলাজুড়ে কয়েকবার বৃষ্টি নামে। এরপর মধ্য চৈত্র থেকে ৩ বৈশাখ পর্যন্ত তীব্র রোদ্রতাপে অতিষ্ঠ হলে জেলার মানুষ তবে জেলার লাখো কৃষকের জন্য এই রোদ্রতাপ আজ আশীর্বাদ। সরজমিনে দেখা যায়– জেলার তাহিরপুর, জামালগঞ্জ, বিশ্বম্ভরপুর, সদর উপজেলাসহ, শাল্লা ছায়ার হাওরে কিছু অংশে ধানকাটা শুরু হয়েছে। আবার কোথাও কোথাও ধান শুকানোর জন্য খলা তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষক। তবে দুই একদিনের মধ্যেই পুরো দমে ধানকাটা শুরু হবে বলে জানিয়েছেন কৃষকরা।

বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা পলাশ গ্রামের কৃষক আব্দুল হেকিম বলেন, গতবার চৈত্র-বৈশাখ মাসে আগাম বন্যায়, ঝড়বৃষ্টিতে ব্যাপক ফসল হানি ঘটলেও এবার ও চৈত্র-বৈশাখ মাসে প্রচণ্ড খড়া তাপ জ্বলছে হাওর পাড়ের কৃষক-কৃষাণীর জীবন। এ সময়ের রৌদ্রতাপ তাদের ফসল ঘরে তোলার জন্য আশীর্বাদ। এমন রৌদ্রতাপ আরও ৭ থেকে ১০ দিন থাক এটাই তাদের কামনা।

জামালগঞ্জের উপজেলার শনি হাওরপাড়ের মাসুক মিয়া, বাবুল মিয়া ও রহমত আলী, বলেন ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। তবে বাইরে শ্রমিক ছাড়া শুধু স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে দ্রুত ধানকাটা যাবে না। এছাড়া সুনামগঞ্জ হাওর অধুষিত অঞ্চল বন্যাপ্রবণ এলাকা। রয়েছে ঝড়, আগাম বন্যা, শিলাবৃষ্টির আশঙ্কা তাই এ সব জমির ধান দ্রুত কাটতে না পারলে কৃষকরা অনেক ঝুঁকিতে পড়বে।

সুনামগঞ্জ কৃষি বিভাগের উপ-পরিচালক বিমল চন্দ্র সোম বলেন, চলতি বোরো মৌসুমে জেলায় ২২ হাজার ৭ শত ৯৫ হেক্টর জমিতে চাষা বাদ করা হয়েছে। চাষাবাদ অনুযায়ী ধান উৎপাদিত হলে উৎপাদিত ধান হবে ১৩ লাখ ৫৩ হাজার মেট্রিক টন। যার বাজার মূল্য ৩ হাজার ৮ শত কোটি। তিনি আরো জানান, হাওরে বোরো ফসল কর্তনে শ্রমিকের কোনো সঙ্কট নেই। স্থানীয় শ্রমিকের পাশাপাশি সরকার ৭০ ভাগ ভর্তুকি দিয়ে ১ হাজার ৪০টি ধানকাটা-মাড়াই, কম্বাইন্ড-হারভেস্টার মেশিন দিয়েছে। এ মেশিনে হাওরে ধান কাটলে কম সময়েই আধিক ধান কাটা-মাড়াই শেষ হবে।

সমকাল

তারিখঃ ১৮-০৪-২০২৩ (পৃঃ ০১, ০৩)

বৃষ্টির অভাবে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি

২০-৫০% অতিরিক্ত সেচ দিতে হচ্ছে, বাড়ছে উৎপাদন খরচ

ঝলসে যাচ্ছে ধান, ৩০% আম ও লিচুর গুটি ঝরে পড়েছে

তাপদাহে বড় ক্ষতির শঙ্কা কৃষিতে

সমকাল

■ **জাহিদুর রহমান,** ঢাকা ও **সৌরভ হাবিব,** রাজশাহী

পাকতে শুরু করেছে বোরো ধান। ক্ষেতে গড়াগড়ি খাচ্ছে তরমুজ-বাঙ্গি। গাছে গাছে লিচু, কাঁঠাল, আম। চিচিঙ্গা, ঝিঙে, পটোল, টমেটোসহ গ্রীষ্মকালীন সবজিও মাঠে ভরপুর। দেশে সবচেয়ে বেশি ফল পাকে এপ্রিলে। আগামী ১২ মে থেকে পাকা আম যাবে বাজারে। তবে কৃষি খাতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ সময়ে আগুন-গরমে দুশ্চিন্তা ভর করেছে কৃষকমনে। প্রচণ্ড তাপপ্রবাহে ঝলসে যাচ্ছে ফসল। ঝরে পড়ছে আম ও লিচুর গুটি। বৃষ্টি না থাকায় সেচকাজে অতিরিক্ত খরচের কারণে বাড়ছে উৎপাদন ব্যয়ও। অন্যদিকে ভোরে ঘন কুয়াশা আর দিনে তীব্র গরম– এমন বিরূপ আবহাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়েছেন কৃষকরা।

বোরোর ভালো ফলন হবে এবার, এমনটা আশা সবার। এ মৌসুমে ৪৯ লাখ ৭৭ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। চাল উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয় ২ কোটি ১০ লাখ টন। ইতোমধ্যে হাওরে ধান কাটা শুরু হলেও দেশের অন্য অঞ্চলে আরও সপ্তাহ দুয়েক লাগবে। ঠিক এ সময়ে দেশে তীব্র তাপদাহ ও খরা চলতে থাকায় আশাতীত বোরো ফলনের ব্যাপারে অনেক কৃষক শঙ্কিত।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত ২ এপ্রিলের পর দেশের কোথাও বৃষ্টি হয়নি। উল্টো টানা ১৭ দিন তীব্র তাপপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে দেশের ৯০ শতাংশ এলাকায়। খরার কারণে অঞ্চলভেদে ২০-৫০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত সেচ দিতে হয়েছে। এতে বোরোর উৎপাদন খরচ বেড়েছে।

চাষিরা জানান, ক্ষেতে পানি না থাকায় ধানে চিটা ধরছে। ধানের শীষ ও পাতা শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। অতিরিক্ত টাকা দিয়েও ঠিকমতো পানি পাচ্ছেন না তাঁরা।

রাজশাহীর চারঘাটের বরকতপুর গ্রামের কৃষক কলিম উদ্দিন বলেন, গত বছর ডিজেলচালিত নলকূপে প্রতি ঘণ্টা সেচের খরচ ছিল ১২০ টাকা।

পৃষ্ঠা ৯ : কলাম ৫

● গরমের তেজ ঈদের আগে কমছে না : পৃষ্ঠা ৩

তাপদাহে বড় ক্ষতির

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ডিজেলের দাম বাড়ায় এ বছর নিচ্ছে ২০০ টাকা। তবে বাড়তি টাকা দিয়েও পানি ঠিকমতো মিলছে না। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় আগে এক ঘণ্টায় যা পানি পাওয়া যেতো এখন তা দুই ঘণ্টাতেও পাওয়া যাচ্ছে না।

উপজেলার কালুহাটি গ্রামের কৃষক আব্দুল মতিন বলেন, 'তীব্র খরায় আম নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছি। গাছের গোড়ায় রস না থাকায় বোঁটা শুকিয়ে আম ঝরে যাচ্ছে।' চারঘাটের চৌধুরীর বিলের কৃষক আনোয়ার হোসেন বলেন, 'বরেন্দ্রের গভীর নলকূপ থেকে সারারাত মাছচাষের পুকুরে পানি দেওয়া হয়। সকালে আমরা ধানচাষিরা পানি চাইলে নলকূপ নষ্টসহ নানা বাহানা ধরে অপারেটররা। বাধ্য হয়ে ডিজেলচালিত মেশিন দিয়ে ধানে পানি দিচ্ছি। সারারাত গভীর নলকূপ চলার কারণে দিনে শ্যালো মেশিনে পানি উঠতে চায় না।'

রাজশাহী অঞ্চলের চাষিরা বলছেন, গত কয়েকদিনের খরায় প্রায় ৩০ শতাংশ আম ও লিচুর গুটি ঝরে পড়েছে। তবে সরকারিভাবে ঝরে পড়ার প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায়নি। অবশ্য কৃষি তথ্য সার্ভিসের এক কর্মকর্তা বলেন, অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে পড়া ও ফলের আকার ছোট হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যার খবর পাওয়া গেছে। পাট ও ভুট্টা উৎপাদনেও প্রভাব পড়ছে।

নওগাঁ বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিজিএন-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী মোস্তাফিজুর রহমান জানিয়েছেন, জেলায় বিএমডিএর ৪ হাজার ১০৩ গভীর নলকূপের মধ্যে ৪ হাজার ৮৫টি চালু আছে। তবে নদীতে স্থাপন করা প্রায় ৪০০ এলএলপি পানি না থাকায় তা বন্ধের পথে।

গতকাল এ মৌসুমে দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে পাবনার ঈশ্বরদীতে। পাবনা সদর ও ঈশ্বরদীতে এবার প্রায় ৫ হাজার হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছে বলে কৃষি বিভাগ জানিয়েছে। কৃষকরা জানিয়েছেন, খরায় প্রতিদিন গাছ থেকে ঝরে পড়ছে অপরিপক্ক আম ও লিচুর গুটি। কৃষি বিভাগ জানায়, কয়েক বছর ধরে ৪ থেকে ৫শ কোটি টাকার লিচু উৎপাদন হয় শুধু পাবনা ও ঈশ্বরদীতে। এ মৌসুমে এমন আশা থাকলেও বৈরী আবহাওয়ার কারণে চাষিরা দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

এদিকে বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকের কাছে লাভজনক ফসল তরমুজ এখন হতাশার নাম। নোয়াখালীর সুবর্ণচরে প্রতি বছর চাষিদের উৎপাদিত তরমুজ জেলার চাহিদা মিটিয়ে রাজধানীসহ বিভিন্ন স্থানে যায়। তবে এ বছর তীব্র গরমে তরমুজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টিনির্ভর পাটের আবাদে এবার খরার কারণে সেচ দিতে হচ্ছে। বাড়তি সেচ দিয়েও পাট বাঁচানো যাচ্ছে না।

কয়েক বছর ধরে দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব দেখা যাচ্ছে, বিশেষত কৃষি খাতে এ প্রভাব আরও অনেক বেশি। ২০২১ সালে বয়ে যাওয়া হঠাৎ গরম বাতাসের প্রবাহে (হিটশক) ৫৫ হাজার হেক্টরের বেশি জমির ধান আক্রান্ত হয়। এ ছাড়া প্রতি বছর নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পাশাপাশি খরার মুখে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের কৃষি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রতিবছর ৩০ থেকে ৪০ লাখ হেক্টর জমির ফসল খরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় হয় বলে গত বছর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) এক গবেষণায় উঠে আসে। গবেষণায় বলা হয়, কম বৃষ্টির কারণে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ত জমির পরিমাণ বাড়ছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস মেনে কৃষি পরামর্শ সেবা বাস্তবায়নের মাধ্যমে শস্যের ফলন ৭ থেকে ১০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। এ ছাড়া উৎপাদন খরচ প্রায় ১৫ শতাংশ কমিয়ে কৃষকের আয় ৩১ থেকে ৩৬ শতাংশ পর্যন্ত উন্নীত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের মাত্র ৫ শতাংশ ধানচাষি আবহাওয়ার পূর্বাভাসভিত্তিক কৃষি পরামর্শ সেবা নিচ্ছেন জানিয়ে ওই গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, সবাই এ পূর্বাভাস পেলে ফলন ৭ শতাংশ বাড়বে। ব্রির এক সতর্কবার্তায় (১১ থেকে ১৭ এপ্রিল) বলা হয়েছে, দেশে যে তাপদাহ চলছে, তাতে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও ঢাকা বিভাগের ধান ক্ষতির ঝুঁকিতে আছে। ধানের পরিপক্ক পর্যায়ে উচ্চ তাপমাত্রা দানা গঠনকে বাধাগ্রস্ত করে। এতে ফলন কমে যায়।

ব্রির মহাপরিচালক শাহজাহান কবির বলেন, হাওরে বেশিরভাগ ধান পেকে গেছে। সেটার ক্ষতির আশঙ্কা কম। তবে উত্তরাঞ্চলের বেশ কয়েকটি এলাকায় ধান পরে লাগানো হয়। সেখানে এই তাপদাহের সময়ে খুব সাবধানে ধানের পরিচর্যা করতে হবে। অবশ্যই জমিতে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। অতিরিক্ত তামপাত্রায় যেকোনো ফসলের পরাগায়ন বাধাগ্রস্ত হয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস বলেন, খরার কারণে উৎপাদনে সামান্য প্রভাব পড়লেও সার্বিকভাবে কোনো ঘাটতি তৈরি হওয়ার শঙ্কা নেই।

জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ও চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের অনারারি নির্বাহী পরিচালক এম জাকির হোসেন বলেন, নদীতে পানিপ্রবাহ কমে যাওয়ায় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম, একই সঙ্গে বৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় গাছের অভাব; এ বিষয়গুলো অনাবৃষ্টির জান্য দায়ী। নতুন করে দেখা গেছে বাংলাদেশে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ মিথেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের চেয়ে ৮০ গুণ বেশি, যা বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে তুলছে।

কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে কৃষির এই সংকট নিয়ে আমি নিজেও উদ্বিগ্ন। আমরা জলবায়ুসহিষ্ণু জাত ও প্রযুক্তি কৃষকের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছি। এবার গরমের কারণে কিছু ফসল নষ্ট হচ্ছে। তবে তা মোট উৎপাদনে খুব বেশি প্রভাব পড়বে না। হাওরে যাতে দ্রুত সময়ে ফসল কাটা যায়, সে জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় কৃষিযন্ত্র দেওয়া হয়েছে।'

(প্রতিবেদনে তথ্য সহায়তা দিয়েছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, চারঘাট, বাঘা ও ঈশ্বরদী প্রতিনিধি)